

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

156077 - আল্লাহ্ কী আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলছেন?

প্রশ্ন

আল্লাহ্ তাআলা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলার সপক্ষে কি দলিল আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পবিত্র কিতাবে সম্মানতি রাসূলগণের কাছে ওহী পাঠানোর পদ্ধতি সম্পর্কে জানিয়েছেন। এর মধ্যে একটি পদ্ধতি হচ্ছে আড়াল থেকে কথা বলা। তিনি বলেন: “আর কোনও মানুষের এমন মর্যাদা নই যে, আল্লাহ্ তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন; তবে ওহীর মাধ্যমে অথবা পরদার আড়াল থেকে বলেন; অথবা তিনি কোন রাসূল পাঠান, যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা পৌঁছে দেয়। নিশ্চয়ই তিনি সুউচ্চ, প্রজ্ঞাময়।”[সূরা শুরা, আয়াত: ৫১]

তিনি আরও বলেন: “এই রাসূলদেরই কতককে কতকরে ওপর শ্রেষ্টত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে কউে আছে যার সাথে আল্লাহ্ (সরাসরি) কথা বলছেন, আবার কতককে অনেকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করছেন।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৫৩]

আল্লাহ্ যে যে রাসূলের সাথে সরাসরি কথা বলছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন:

১। আদম আলাইহিস সালাম।

আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক লোক বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আদম কী নবী ছিলেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ; তাঁর সাথে (আল্লাহ্) কথা বলছেন। লোকটি বলল: তাঁর মাঝে ও নূহ আলাইহিস সালামের মাঝে কত সময়? তিনি বললেন: বশি শতাব্দী।[সহিহ ইবনে হিব্বান (১৪/৬৯), মুহাক্ককি শূআইব আল-আরনাউত হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

২। মুসা আলাইহিস সালাম।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আল্লাহ তাআলা বলেন: “আল্লাহ মুসার সাথে (সরাসরি) কথা বলছেন।” [সূরা নসি, আয়াত: ১৬৪] তিনি আরও বলেন: “আর মুসা যখন আমাদের নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন এবং তার প্রভু তার সাথে কথা বললেন।” [সূরা আরাফ, আয়াত: ১৪৩] তিনি আরও বলেন: “তিনি বললেন: হে মুসা! আমি আপনাকে আমার রসিলাত ও কথা দিয়ে মানুষের উপর মনোনীত করছি।” [সূরা আরাফ, আয়াত: ১৪৪]

৩। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম:

আল্লাহর সাথে তাঁর সরাসরি কথা বলা তাঁর উর্ধ্বাকাশের ভ্রমণ (মরোজ)-এর রাতের সাব্যস্ত। সে ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীতে এসেছে: আমি ফরিয়ে এলাম এবং মুসা আলাইহিস সালামকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলি। তিনি বললেন: আপনাকে কী আদর্শে করা হয়েছে? তিনি বললেন: আমাকে প্রতিদিন পঁচাত্তর ওয়াক্ত নামাযের আদর্শে করা হয়েছে। তিনি বললেন: নিশ্চয় আপনার উম্মত প্রতিদিন পঁচাত্তর ওয়াক্ত নামায পড়তে পারবে না। আল্লাহর শপথ! আপনার পূর্ববর্তী মানুষের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে। বনী ইসরাঈলের পছন্দে আমি সর্বাত্মক চেষ্টা ব্যয় করছি। আপনি আপনার প্রভুর কাছে ফরিয়ে যান এবং তাঁর কাছে আপনার উম্মতের জন্য সহজায়ন প্রার্থনা করুন। তখন আমি ফরিয়ে গেলোম এবং তিনি দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। এরপর আমি মুসা আলাইহিস সালামের কাছে ফরিয়ে আসলাম। তিনি আগের মত আবার বললেন... আপনার প্রভুর কাছে ফরিয়ে যান এবং আপনার উম্মতের জন্য সহজায়ন প্রার্থনা করুন। তিনি বললেন: আমি আমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে করতে লজ্জায় পড়ে গেছি। কিন্তু আমি সন্তুষ্ট ও মনে নিয়ে নিচ্ছি। [সহিহ বুখারী (৩৬৭৪) ও সহিহ মুসলিম (১৬২)]

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন:

আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মরীজের রাত্রিতে কোন মাধ্যম ছাড়া কথা বলার সপক্ষে যে সব দলিল পেশ করা হয় তার মধ্যে এটি সর্বাধিক শক্তিশালী। [ফাতহুল বারী (৭/২১৬)]

ইবনে কাছরি (রহঃ) বলেন:

“তাদের মধ্যে কেউ আছে যার সাথে আল্লাহ (সরাসরি) কথা বলছেন: অর্থাৎ মুসা আলাইহিস সালাম ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অনুরূপভাবে আদম আলাইহিস সালাম; যমেনটি আবু যার (রাঃ) থেকে সহিহ ইবনে হিব্বান বর্ণিত হাদিসে উদ্ধৃত হয়েছে।

“আবার কতককে অনেকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করছেন”: যমেনটি মরীজের হাদিসে সাব্যস্ত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসমানসমূহে নবীদরেককে আল্লাহর কাছে তাঁদের মর্যাদার তারতম্যেরে ভিত্তিতে দেখেছেন। [তাফসিরে ইবনে কাছরি (১/৬৭০)]

ইবনে কাছরি (রহঃ) আবু যার (রাঃ) এর যে হাদিসেরে দিকে ইঙ্গিত করছেন সেটি 'সহি ইবনে হিব্বান'-এ (২/৭৬) রয়েছে। শাইখ শূআইব আল-আরনাউত সের হাদিসটি সম্পর্কে বলেন: এর সনদ খুবই দুর্বল। [সমাপ্ত]

আবু উমামা (রাঃ) এর পূর্ববক্ত হাদিস এই হাদিসেরে প্রয়োজন পূরণ করে দেয়।

দুই:

মুসা আলাইহিস সালামকে বিশেষভাবে 'কালমিল্লাহ' (আল্লাহর কথক) বলার কারণ:

শাইখ আব্দুর রহমান আল-মাহমুদ (হাফিঃ) বলেন:

আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আদম আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলা সত্ত্বেও মুসা আলাইহিস সালামকে 'কালমিল্লাহ' (আল্লাহর কথক) নামে অভিহিত করার কারণ সম্ভবতঃ এটা যে, (সঠিকি জ্ঞান আল্লাহর কাছে): আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে পৃথিবীতে কথা বলছেন এবং তখন মুসা আলাইহিস সালাম মানব প্রকৃতির উপরে ছিলেন। পক্ষান্তরে, আদম আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলছেন; তখন আদম আসমানে ছিলেন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলছেন; কিন্তু তখন তিনি তার দহে ও রুহসমতে উর্ধ্বাকাশে (মরীজে) গমন করছেন। আর মুসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলছেন তখন মুসা ভূপৃষ্ঠে ছিলেন। এটি মুসা আলাইহিস সালামের বিশেষত্ব। তাঁর প্রতি ও আমাদের নবীর প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

[তাইসরি লুমআতলি ইতকাদ (পৃষ্ঠা-১৫২)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।